সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থানা হাজতে ৫ দিন আটক রেখে আব্দুল করিম গাজীকে নির্যাতন করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৩ অগাস্ট ২০১১ বিকালে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ থানার ভাঙ্গানমারী গ্রামের বাসিন্দা রহমত গাজীর ছেলে আব্দুল করিম গাজীকে (৪৫) কালিগঞ্জ থানা পুলিশ সদস্যরা মোটরসাইকেল ছিনতাই মামলার সন্দেহজনক আসামী হিসাবে আটক করে। স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে থানা পুলিশ আব্দুল করিম গাজীকে ৫ দিন থানা হাজতে আটক রেখে নির্যাতন করে ৭ অগাস্ট ২০১১ সাতক্ষীরা আদালতে প্রেরণ করেন।

পুলিশের দাবী ৬ অগাস্ট ২০১১ আব্দুল করিম গাজীকে গ্রেপ্তার করে, ৭ অগাস্ট ২০১১ সাতক্ষীরা আদালতে প্রেরণ করা হয় এবং তাঁকে কোন নির্যাতন করা হয়নি। আব্দুল করিম গাজী ৩০ অগাস্ট ২০১১ এ আদালত থেকে জামিনে আছেন। তিনি বর্তমান অসুস্থ ও চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- আব্দুল করিম গাজী ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে।

আব্দুল করিম গাজী, নির্যাতিত ব্যক্তি

আব্দুল করিম গাজী অধিকারকে বলেন, তিনি চিংড়ির ঘেরে চিংড়ি মাছ চাষ করে সংসার নির্বাহ করেন। ৩ অগাস্ট ২০১১ বিকালে তিনি নলতা জামে মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে কালিগঞ্জ থানা কাশিবাটী গ্রামের জিএম কিসমাতুল দৌঁড়ে এসে তাঁকে ধরে ও মারতে শুরু করেন। সাথে সাথে সাদা পোশাকে থানার পুলিশ সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যান। তিনি কালিগঞ্জ থানায় গিয়ে জানতে পারেন, কিসমাতুল আরেফিন এর একটি মোটরসাইকেল কে বা কারা ছিনতাই করেছে। একারণে কিসমাতুল আরেফিন কালিগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার সন্দেহজনক আসামী হিসাবে পুলিশ সদস্যরা ৩ অগাস্ট ২০১১ তাঁকে আটক করে সারারাত থানা হাজতে এবং ডিউটি অফিসারের কক্ষে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করেন। তিনি বলেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রফিকুল ইসলাম তাঁকে হাতকড়া পড়ানো অবস্থায় ডিউটি অফিসারের কক্ষে নিয়ে মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে বুকের ওপর চেয়ার দিয়ে আঘাত করেন।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় দিন এসআই রফিকুল ইসলাম তাঁকে ওসির কক্ষে নিয়ে যান এবং হাতকড়া পড়ানো অবস্থায় কালো কাপড়ে তাঁর চোখ বাঁধেন। কাপড়ের উপর দিয়ে চোখে মরিচের গুড়া ঘষে দেন। পরে তাঁকে মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের কথা আদালতে স্বীকার করতে বলেন। কিন্তু আদালতে গিয়ে তিনি মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে না চাইলে পুরুষাঙ্গে আঘাত করাসহ নির্যাতন করা হয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিনি পুলিশের কথায় রাজি হন যে, আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট এর কাছে মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের মিথ্যা জবানবন্দি দিবেন। প্রত্যেক রাতেই তাঁকে কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে পুলিশের গাড়ীতে তুলে বিভিন্ন স্থানে মোটরসাইকেল উদ্ধারের জন্য পুলিশরা নিয়ে যেতেন। তিনি বলেন, ৭ অগাস্ট ২০১১ পুলিশ সদস্যরা তাঁকে কালিগঞ্জ থানা হাজত থেকে নিয়ে সাতক্ষীরা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করে।

তিনি আদালতে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বলেন, পুলিশ সদস্যরা তাঁকে ৩ অগাস্ট থেকে ৭ অগাস্ট পর্যন্ত থানা হাজতে আটকে রেখে মিথ্যে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্যাতন করেছে। তিনি মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত নন। ম্যাজিষ্টেট তাঁকে জেল হাজতে পাঠান। ৩০ অগাস্ট ২০১১ তিনি আদালত থেকে জামিন পেয়ে জেলহাজত থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

এবাদুল ইসলাম (৪০), আব্দুল করিম গাজীর ভাই

এবাদুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, ভাঙ্গানমারীর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এলাকায় সরকারী খাস জমি জবর দখল করে রাখে। সরকারের সাথে খাস জমি দখলকারীদের হাইকোর্টে মামলা চলছে। আব্দুল করিম গাজী সরকারের পক্ষে মামলাগুলো দেখাশুনা ও তদারকি করেন । এ কারণে খাস জমি দখলকারী প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিভিন্ন অভিযোগে তাঁদেরকে জড়িয়ে মামলা দায়ের করে। বর্তমান ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নূর মোহাম্মাদ বিশ্বাস থানা পুলিশের সাথে যোগসাজস করে বাগবাটী গ্রামের জিএম কিসমাতুল আরেফিনের মোটরসাইকেল ছিনতাই মামলায় আব্দুল করিম গাজীকে গ্রেপ্তার করায়। মোটরসাইকেল ছিনতাই মামলায় স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে থানা হাজতে আটক রেখে পুলিশ কয়েক দফা তার উপর নির্যাতন করে। ৩ অগাস্ট থেকে ৭ অগাস্ট ২০১১ পর্যন্ত আব্দুল করিম গাজীকে কালিগঞ্জ থানা হাজতে আটক রেখে স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে নির্যাতন করা হয়। তিনি বার বার থানা হাজতে গিয়ে আব্দুল করিম গাজীর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু চেষ্টা করলে পুলিশ সদস্যরা দেখা করতে দেননি।

নূর ইসলাম (৩০), প্রত্যক্ষদর্শী

নূর ইসলাম অধিকারকে বলেন, সেদিন নলতা এলাকায় হাট বার ছিল, সাদা পোষাকধারী কয়েকজন পুলিশ সদস্য আব্দুল করিম গাজীকে তাড়া করে ও গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পড়িয়ে মারতে মারতে নিয়ে চলে যান। পুলিশ সদস্যদের ভয়ে আব্দুল করিম গাজীকে উদ্ধার করতে কেউ এগিয়ে আসেননি।

জিএম কিসমাতুল আরেফিন (৩৮), মামলার বাদী

জিএম কিসমাতুল আরেফিন অধিকারকে বলেন, ২৯ জুলাই ২০১১ রাত আনুমানিক ১১.০০টায় তিনি জোহর আলী, আব্দুর রহিমকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কালো রঙের পালসার ১৫০ সিসি মোটরসাইকেলে সাতক্ষীরার নলতা থেকে বাগবাটী যাওয়ার পথে হিজলা মৌজার বর্ডারে ফাঁকা জায়গায় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তার গতিরোধ করে এবং ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে মারপিট করে মোটরসাইকেলটি ছিনতাই করে নেয়। তিনি ৩০ জুলাই ২০১১ কালিগঞ্জ থানায় যান এবং মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেন।

তিনি বলেন, পুলিশ সেই মামলায় সুভাষ কর্মকার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সুভাষ কর্মকারের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আব্দুল করিম গাজীকে পুলিশ সদস্যরা গ্রেপ্তার করেন।

সৈয়দ ফরিদ উদ্দীন, অফিসার ইনচার্জ, কালিগঞ্জ থানা, সাতক্ষীরা

সৈয়দ ফরিদ উদ্দীন অধিকারকে বলেন, ৩০ জুলাই ২০১১ বাগবাটী গ্রামের জিএম কিসমাতুল আরেফিন এক লোক তাঁর থানায় আসেন এবং মোটরসাইকেল ছিনতায়ের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৩৩; তারিখঃ ৩০/০৭/২০১১। ধারা-১৪৩/৩৪১/৩৪২/৩২৩/৩৭৯/ ৩৮৫/৩০৭/৫০৬ দ-বিধি। ঐ মামলায় পুলিশ সুভাষ কর্মকার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সুভাষ কর্মকারের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আব্দুল করিম গাজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আব্দুল করিম গাজীকে থানা পুলিশ কোন নির্যাতন করেননি বলে তিনি দাবী করেন।

এসআই রফিকুল ইসলাম, কালিগঞ্জ থানা ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা

এসআই রফিকুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, মোটরসাইকেল ছিনতাই মামলার বাদী জিএম কিসমাতুল আরেফিন ৬ অগাস্ট ২০১১ নলতা বাজার এলাকা থেকে ভাঙ্গানমারী গ্রামের আব্দুল করিম গাজীকে আটক করে এবং তাঁকে খবর দেন যে, মোটরসাইকেল ছিনতাইকারীকে ধরেছেন। তিনি তখন সেখানে যান এবং আব্দুল করিম গাজীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসেন।

তিনি বলেন, ৭ অগাস্ট ২০১১ তিনি আব্দুল করিম গাজীকে সাতক্ষীরা আদালতে নিয়ে যান। আদালত আব্দুল করিম গাজীকে জেল হাজতে পাঠান। তিনি আরো জানান, আব্দুল করিম গাজীকে কোন নির্যাতন করা হয়নি। তিনি বলেন, আব্দুল করিম গাজী একজন ভূমি দস্যু এবং তার বিরুদ্ধে কালিগঞ্জ থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

অধিকার এ নির্যাতনের ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-